দুর্নীতি অবসানে আহবানঃ

বিরামহীন আলোর পথে ১ মিনিটের আঁধার

গ্রন্থনা - এজেল আকাই
সম্পাদনা - লিয়াম মাহোনি

NEW Tactics in Human Rights

দি সেন্টার ফর ভিকটিম অব টরচার কেন্দ্রের নয়া কৌশল প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত একটি কৌশল পত্র সহায়িকা ।

সূচীপত্র

উপস্থাপনা: দুটি ঘটনা ৫
পটভূমি ৬
কৌশলগত উদ্দেশ্য ৭
পরিকল্পনা ৮
প্রস্তাবিত কর্মদ্যোগ ৮
রাজনৈতিক উদ্যোগ ও ব্যর্থতা ১১
পরবর্তী কার্যক্রম ১২
দীর্ঘ মেয়াদী ফলাফল ১৪
কর্মকৌশল প্রতিস্থাপন ১৫
উপসংহার ১৮

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি নিচের সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা তাদের সময় ও প্রচেষ্টা দিয়ে তুরস্কে মানবাধিকার লঙ্ঘণ ও দুর্নীতিরবিরুদ্ধে অনেক দিনের এবং দুর্ভাগ্যবশত কখনও শেষ হবার নয় এমন সংগ্রামের কথা লিখতে আমাকে সাহায্য করেছেন।

সিগদেম উজতুর্ক - হেলসিংকি সিটিজেনস্ এ্যাসেম্ব্লী এবং সিটিজেন ইনিশিয়েটিভের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী।

তান মোর্গূল - ডক্যুমেন্টের কিছু অংশের অনুবাদ, সম্পাদনা ও সংযোজনে সহায়তাকারী।

এরসিন সালমান, মেবুসে তিকে, এরজিন সিনমেন ও ইউকসেল সিলেক -
এ কর্মকান্ডে চেতনা সৃষ্টিকারী।

উমিত্ কিভাংক্ - প্রধান উদ্যোক্তাদের সাক্ষাতকার গ্রহণকারী, ডক্যুমেন্ট প্রণেতা এবং রোমানিয়া কর্মশালায় তথ্য চিত্র উপস্থাপক।

নিসে সেন্ এবং রিচার্ড হ্যামার - সাক্ষাতকারের ইংরেজী অনুবাদক।

এপ্রিল ২০০৩

সুপ্রিয়,

'নিউ ট্যাকটিক্স ইন হিউম্যান রাইটস' নোটবুক সিরিজে স্বাগতম! এ সিরিজের প্রতিটি নোটবুকে একজন মানবাধিকার কর্মী এমন একটি কৌশলগত উদ্ভাবনের বিষয় তুলে ধরেছেন যা মানবাধিকারের অগ্রযাত্রায় সফল বলে প্রমাণিত। এদের মধ্যে রয়েছেন শিক্ষক, লাইব্রেরিয়ান, স্বাস্থ্য কর্মী, আইন বিশারদ এবং নারী অধিকার সমর্থকদের মত মানবাধিকার আন্দোলনে সম্পৃক্ত ব্যক্তিত্ব। তারা যেসব কৌশলের উন্নয়ন ঘটিয়েছেন তা কেবল তাদের নিজ দেশের মানবাধিকার ইস্যুতেই অবদান রাখেনি বরং তা অন্যান্য দেশের ভিন্ন প্রেক্ষাপটেও অবদান রাখার যোগ্যতা রাখে।

প্রত্যেক নোটবুকে রয়েছে সফলতা অর্জনের পথে সংশ্লিষ্ট লেখক এবং তার সংস্থার নেয়া বিভিন্ন উদ্যোগের বিস্তারিত বিবরণ। আমরা মানবাধিকার কর্মীদেরকে তাদের গৃহীত কর্মকৌশল সম্বন্ধে উৎসাহিত করতে চাই, যা তারা বৃহত্তর স্ট্র্যাটেজি বাস্তবায়নে এবং কৌশলমালার কলেবর বৃদ্ধিতে প্রয়োগ করেছে।

আলোচিত এ নোটবুক থেকে আমরা জানতে পারব কিভাবে তুরস্কে ৩ কোটি লোকের এক বিরাট জনগোষ্ঠী সরকারকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণে বাধ্য করে। এ দেশে সরকারি দুর্নীতি খোলামেলা বিষয় হলেও জনগণ এ অবস্থা পরিবর্তনে তেমন আগ্রহ বোধ করেনি। তবে 'আলোর পথে আঁধার ক্যাম্পেইন' তাদের জন্য সহজ এবং ঝুঁকি বিহীন এক সুযোগ এনে দেয়। জনগণ তাদের অসন্তোষ প্রকাশে প্রতি রাতে একই সময়ে বাতি নিভিয়ে দিতে থাকে। একযোগে রাস্তায় নেমে এসে থালাবাসন বাজিয়ে মিছিল করে তাদের প্রতিবাদ জানাতে থাকে। প্রতিবাদের এ ভাষা তাদের মধ্যে একাত্মবোধ গড়ে তোলে এবং তুরস্কে দুর্নীতি অবসানের পক্ষে প্রচন্ড শক্তিশালী এক বার্তা পৌঁছে দেয়।

ট্যাকটিকাল নোটবুক সিরিজ www.newtactics.org. অনলাইনে পাওয়া যেতে পারে। পরবর্তীতে আরও নোটবুক সংযোজন করা হবে। ওয়েব সাইটে কৌশল সংক্রান্ত নানা তথ্য-উপাত্ত, মানবাধিকার কর্মীদের আলোচনা বৈঠক, কর্মশালা ও সিম্পোজিয়ামের সংবাদও পাওয়া যেতে পারে।

'দি নিউ ট্যাক্টিক্স ইন হিউম্যান রাইটস প্রজেক্ট' বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার কর্মী ও অন্যান্য সংস্থার নেয়া এক আন্তর্জাতিক উদ্যোগ। প্রকল্পের সমন্বয়ে রয়েছে দি সেন্টার ফর ভিক্টিমস্ অব টর্চার বা সিভিটি। নতুন কর্মকৌশলের প্রবক্তা এ প্রকল্প এমন এক কেন্দ্র যা শুধু মানবাধিকার সুরক্ষায় ও নিগৃহীতের চিকিৎসায় এগিয়ে আসেনি বরং তা নাগরিক নেতৃত্ব পুনরুদ্ধারেও কাজ করেছে।

আমরা আশা করি এ নোটবুক একটি তথ্যবহুল ও চিন্তা উদ্রেককারী উপস্থাপনা হিসাবে প্রমাণিত হবে।

বিনীত,

Kate Kelsh

কাতে কেলশ্
নিউ ট্যাকটিক্স প্রকল্প ব্যবস্থাপক

এজেল আকাই

এজেল আকাই ১৯৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বসফরাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকালটি অব ম্যাকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ১৯৮৯ সালে একটি ফিল্ম প্রোডাকশান কোম্পানী গঠন করেন। তিনি বাণিজ্যিক ও মিউজিক ভিডিও ফিল্ম তৈরী করেন এবং তিনটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচিত্র নির্মান করেন। এজেল আকাই ১৯৯২ সালে বিবাহ করেন এবং বর্তমানে তিনি ৪ বছরের একটি পুত্র সন্তানের জনক।

সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ

সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ পরিচালিত 'বিরামহীন আলোর পথে ১ মিনিটের আঁধার'- ক্যাম্পেইনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন আইনবিদ এরজিন সিনমেন্। তিনিই তার বন্ধুমহলে প্রথম এ ধারণা তুলে ধরেন। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন আইনবিদ মেবুসি তিকে, সমাজবিজ্ঞান শিক্ষক ইউকসেল সিলেক এবং প্রকাশনা ও বিজ্ঞাপন শিল্পে কর্মরত এরসিন সালমান। সিটিজেন ইনিশিয়েটিভে স্বেচছাশ্রম দিতে সমাজের নানা স্তর থেকে জনগণ ও পেশাজীবীবৃন্দও এগিয়ে আসেন।

ব্যক্তিগত চাঁদা ও অনুদানে সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ইনিশিয়েটিভের জন্যে তহবিল যোগাড়ের লক্ষ্যে একটি সংঘ গড়ে তোলা হয়েছে।

সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ - ইস্তাম্বুল ডেন্টিস্ট চেম্বার, ফারমাসিস্ট ট্রেড এ্যাসোসিয়েশান এবং ফিন্যানশিয়াল এ্যাডভাইজারস চেম্বারের মত বড় বড় চেম্বার ও এ্যাসোসিয়েশানের সাথে সহযোগিতা গড়ে তোলে। এ সহযোগিতা দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।

"বিরামহীন আলোর পথে ১ মিনিটের আঁধার" শীর্ষক ক্যাম্পেইনের পর 'সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ' সংসদ সদস্য এবং সরকারি কর্মকর্তাদের জন্যে আইনী অব্যাহতি সংক্রান্ত বিধান রহিতের মত নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ক্যাম্পেইন শুরু করে। ১৯৯৯ সালের আগস্টে ঘটে যাওয়া 'মারমারা ভূমিকম্পে'র পর দি সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ একই নেটওয়ার্ক ও অফিসের মাধ্যমে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করে। ভূমিকম্প পরবর্তী কার্যক্রমের ফলে 'সিভিল কোঅর্ডিনেশান এগেইন্সট্ ডিজাস্টারস' এবং 'এ্যাসোসিয়েশান ফর ডেভলপমেন্ট অফ সোশ্যাল এ্যান্ড কালচারাল লাইফ' নামে ত্রান কার্যক্রম পরিচালনাকারী আরও দুটি এনজিও সৃষ্টি হয়।

বর্তমানে অধিকাংশ সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ সদস্য শান্তির পক্ষে বিভিন্ন উদ্যোগে কাজ করছেন।

যোগাযোগঃ

সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ ফর লাইট
গ্যাজেতেসি ইরল দেরনেক সোকাক নং : ১১
হানিফ হান, কাত : ৪, ডেয়ারি : ৫
বিউগ্লু , ইস্তাম্বুল, তুরষ্ক।
ফোন: +৯০ ২১২ ২৪৫ ৫৬ ০২ এবং +৯০ ২১২ ২৫২ ৭০ ৫৪
ফ্যাক্স: +৯০ ২১২ ২৪৫ ৫৬ ০৪; +৯০ ২১২ ২৫২ ৭৭ ৮৫
ই-মেইল: yurttas@yurttas.org.tr
www.yurttas.org.tr

সম্পাদকীয় মুখবন্ধ

১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৩ কোটি তুর্কী নাগরীক রাজনীতি, ব্যবসা, গণমাধ্যম ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান ন্যাক্কারজনক দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, যা সুসংবদ্ধ প্রচারাভিযানের ফলেই সম্ভব হয়। এ বিক্ষোভ দুর্নীতি সংক্রান্ত বিচার বিভাগীয় তদন্তে বাধ্য করে এবং তুর্কী জনগণের মধ্যে দুর্নীতি সম্বন্ধে দীর্ঘ মেয়াদী উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে। বাতি নেভানো-জ্বালানো, বাসনপত্র বাজানো, রাজপথে বিক্ষোভ-সমাবেশ ইত্যাদি কর্মকান্ডে ৩ কোটি লোকের অংশগ্রহণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণে তুর্কী জনগণের বহুদিনের অনীহা, অসহায়ত্ব এবং আতঙ্ক ঝেড়ে ফেলে ভীষণভাবে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠার ইঙ্গিত বহন করে। *এ নোটবুকে তুরস্কের সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে এ সংগঠনের নেয়া সহজ* কৌশলের কথা বলা হয়েছে, যা ঘরে ঘরে বাতি নেভানোর মধ্য দিয়ে প্রতিবাদের অভিনব এক গণ অভিব্যক্তিকে চিত্রায়িত করেছে। অত্যন্ত উঁচু মানের প্রচারণা কৌশল ব্যবহারের ফলে সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ পূর্বে নিষিদ্ধ ছিল এমন বিষয়ে অভূতপূর্ব গণরোষ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোকে তুরস্কে মানবাধিকার সংক্রান্ত কাজ হিসাবে দেখা হয় নি কোনদিন। যদিও দুর্নীতি ও মানবাধিকারের মধ্যে যে সম্পর্ক তাকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। সর্বগ্রাসী দুর্নীতি আজ গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে, যা মানবাধিকার সুরক্ষা ও পর্যবেক্ষণে একান্ত জরুরী। অন্যদিকে নিপীড়ন নীতি গণতান্ত্রিক গতিশীলতা এবং স্বচ্ছতাকে করেছে বিঘ্নিত। স্বভাবতই সুশীল_সমাজকে বাধ্য হয়েই দুর্নীতি ও দুর্নীতিপরায়ণ গোষ্ঠীর সুদৃঢ় শক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হয়েছে ।

তুরস্ক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হওয়া স্বত্তেও মানবাধিকারের অপব্যবহার এ দেশে আজ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। পশ্চিমা ও প্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে বৈধ ও অবৈধ বাণিজ্যের সংযোগ স্থলে অবস্থিত তুরস্ক এক বিশাল দেশ। এদেশে রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তারকারী পক্ষগুলো সুদৃঢ় স্তম্ভের মত জেঁকে বসা দুর্নীতির মাধ্যমে শত কোটি ডলার আয় করে চলেছে। স্থানীয় প্রশাসনের ছত্রছায়ায় দুর্নীতির অপশাসন অপ্রতিরোধ্য গতিতে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছে গেছে। এর একটি কারণ দুর্নীতির বেড়াজালে আবদ্ধ গণমাধ্যমে কার্যকর তদন্ত প্রতিবেদনের অনুপস্থিতি। এ অন্তহীন দুর্নীতি তুর্কী নাগরিক সমাজে শুধুই অনীহা আর অসহায়ত্বের জন্ম দিয়েছে। এ বিবেচনায় ৫০০ না ৫০০,০০০ লোক দুর্নীতির বিরুদ্ধে এ ক্যাম্পেইনে অংশ নেবে সে বিষয়ে সংগঠকদের কোন ধারণা না থাকলেও পরবর্তীতে ৩ কোটি লোকের অংশগ্রহণ সবার মাঝে চমক সৃষ্টি করে!

'বিরামহীন আলোর পথে ১ মিনিটের আঁধার' শীর্ষক প্রতিবাদ কর্মসূচীর আয়োজন করে সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ। এ সংস্থা 'নাগরিক থেকে নাগরিকে আহবানে'র মধ্য দিয়ে ঘটনাক্রমের এমন এক পরম্পরা সৃষ্টি করে যা কেউ কখনও ভাবেনি। ১৯৯৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে প্রতি রাতে ঠিক ৯টায় তুর্কী জনগণ বাতি নেভাতে শুরু করে, যতদিন না পর্যন্ত অপরাধ চক্রে জড়িত রাজনীতিবিদ, পুলিশ এবং সংসদ সদস্যদেরকে বিচারের আওতায় আনা গেছে। তুরস্কে দুর্নীতি সমস্যা প্রকট হলেও প্রতিবাদের এ ভাষা অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। এছাড়া অপরাধীকে সমালোচনা ও প্রশ্নের সম্মুখীন করাও সম্ভব হয়। ২০০১ সালে তুর্কী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদের অংশ হিসাবে জোরালো ও সুতীব্র পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ২০০২ সালে তুর্কীবাসী ভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যকে পরাজিত করেন । এ রায় ছিল সবার জন্য এক বিস্ময়! অনেকে বিশ্বাস করেন এ রায়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের দৃঢ় অবস্থানেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

লিয়াম মাহোনি, নোটবুক সিরিজ সম্পাদক

উপস্থাপনাঃ

দুটি ঘটনা

গণতন্ত্রের জন্য "সংঘাতের আবহ"

নভেম্বর ৩, ১৯৯৬। পশ্চিম তুরস্ক। সুসুরলুক্ শহরের পাশে আন্তনগর রাজপথ। সূর্য ডুবে গেছে। ঘন সবুজ রংয়ের একটি মার্সিডিজ এ্যজিয়ান উপকূলের কোন এক বিনোদন শহর থেকে ইস্তাম্বুলের দিকে ছুটে চলেছে। গাড়ীর আরোহী ৪ জনের কাছে ডলার ভর্তী ব্যাগ, ট্রাঙ্ক ভর্তী আগ্নেয়াস্ত্র ও সাইলেন্সার, পকেট ভর্তী কোকেইন। তারা কোন 'ব্যবসায়িক' কাজ শেষে ঘরে ফিরছে।

ঠিক একই সময়ে সুসুরলুক্ শহরের কাছেই রাস্তার পাশে এক গ্যাস স্টেশনের ছবি। একটা ট্রাক সবেমাত্র গ্যাস ভরে দীর্ঘ যাত্রায় রওয়ানা হয়েছে। ট্রাকটা স্টেশন থেকে বেরোনোর পথে বাঁক নেয়ার মূহুর্তে হঠাৎ প্রচন্ড বেগে মার্সিডিজটা ট্রাকটার উপর এসে আছড়ে পড়ে। ঘটে প্রচন্ড সংঘর্ষ! এটা যেন তুর্কী গণতন্ত্রে শুরু হওয়া 'সংঘাতের আবহের'এক রূপক চিত্র।

মার্সিডিজ যাত্রীঃ

ড্রাইভার: হুসেইন কোকাদা। পুলিশ প্রধান এবং পুলিশ কলেজের ডিরেক্টর। (মৃত)

গাড়ী মালিক: সিদাত বুকাক।
সংসদ সদস্য এবং দক্ষিণ পূর্ব তুরস্কের অধিবাসী। (আহত)

আসামী: মেহ্মেত উজবে (আবদুল্লাহ কাত্)
চোরাকারবারী, কালোবাজারী, মাফিয়া চক্র-'টার্কিশ গ্লাডিয়ো'র গোপন সদস্য, জেল পলাতক এবং সুইস্ পুলিশ, ইন্টারপোল ও তুর্কী আদালতের তালিকাভুক্ত আসামি। (মৃত)

পরিচারিকা: গংকা উস্। (মৃত)

ট্রাক যাত্রীঃ

ড্রাইভার: হাসান গুক্সে। (সামান্য আহত)। ইনিই প্রথম ব্যক্তি যাকে গ্রেফতার করে আদালতে হাযির করা হয়।

সংক্ষেপে বলা যায়, এ ছিল উন্মত্ত আনন্দে মত্ত সাংগপাংগ বহনকারী বিলাসবহুল গাড়ীর সাথে সাধারণ নাগরিক চালিত পুরানো এক ট্রাকের সংঘর্ষ।

এ খবর ছড়িয়ে পড়ার পর দিন সারা দেশে ছাত্ররা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকলে পুলিশ নির্দয়ভাবে তা দমন করে। ঐ একই দিন ছাত্রদের অন্য একটি দলকে "বিক্ষোভ আইন" ভংগ করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। শিক্ষা- অধিকারের দাবীতে সংসদের সামনে 'কাউকে হস্তক্ষেপ করতে দেয়া হবে না' এই শ্লোগান লেখা ব্যানার প্রদর্শনই ছিল এদের অপরাধ। বিচারে তাদেরকে ১৫ মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়। বলাবাহুল্য এ দুর্নীতিগ্রস্থ রাষ্ট্রের প্রধান তিনটি অঙ্গ সংস্থা - পুলিশ, আদালত এবং সংসদ, বিরাজমান সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে যে কোন প্রশ্নে তাদের আঁতাত গড়ে তোলে।

তিন মাস পরঃ ৩ কোটি নাগরিকের আশাব্যঞ্জক পদক্ষেপ

১৯৯৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী রাত ঠিক ৯টায় ইস্তাম্বুল সহ তুর্কীর বিভিন্ন শহরে আলো নিভে যেতে থাকে। ঘরে ঘরে লোকেরা ১ মিনিটের জন্য বাতি নিভিয়ে দেয়। পরদিন ২রা ফেব্রুয়ারী আরও বেশী সংখ্যক বাড়ীতে একই ঘটনা ঘটে। ৩য় দিনও তার পুনরাবৃত্তি হয়। এভাবে ১৫ ফেব্রুয়ারী নাগাদ ৩ কোটি তুর্কী দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্মরণকালের বৃহত্তম গণবিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে।

আয়োজকবৃন্দ কেবলমাত্র ১ মিনিটের বাতি নেভানোর কর্মসূচী দিলেও বিক্ষোভ কর্মসূচী ক্রমাগত গতিশীলতা অর্জন করতে থাকায় জনগণ আরও নানা কর্মসূচীর দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এক সময় তারা নিজেরাই পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তারা বার বার বাতি জ্বালাতে-নেভাতে থাকে । এভাবে তারা তুরস্কের সব শহরকে আলোর খেলায় নাচিয়ে তোলে। এরপর তারা জানালা খুলে বাঁশি আর বাসনকোসন বাজাতে থাকে। এ বাতি খেলা যেন শ্রবণ-দর্শনের এক জীবন্ত প্রদর্শনীতে রূপ নেয়।

অবশেষে লোকজন রাস্তায় নেমে আসে। রাস্তায় গাড়ীগুলো থেমে গিয়ে হর্ণ বাজাতে থাকে। এমনকি অতি ধনাঢ্য লোকেরাও স্বতস্ফূর্তভাবে রাজপথের উত্তাল সমাবেশে অংশ নেয়। সমগ্র তুরস্কবাসীর এত বছরের জমে থাকা অব্যক্ত হতাশা যেন অবারিত হয়ে রাজপথে নেমে আসে!

পটভূমি
দুর্নীতিবাজদের সিন্ডিকেট

"তুরস্কের দক্ষিণ পূর্বে যুদ্ধের কারণে মাদক চোরাচালান বেড়েই চলছিল। এ চোরাচালানে গ্লাডিও এবং মাফিয়া চক্রের ছিল যৌথ নিয়ন্ত্রণ। ইতোমধ্যে বহু বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ডও সংঘটিত হয়। এসব হত্যাকান্ডের কিছু সংঘটিত হয় রাজনৈতিক কারণে আর কিছু হত্যাকান্ড ঘটায় মাফিয়া চক্র। এরা মাদক ব্যবসার মাধ্যমে বিশাল মুনাফা অর্জন করে এবং ক্রমশ এ ব্যবসাকে সারা তুরস্কে ছড়িয়ে দেয়। ফলে তুরস্কের প্রায় সব শ্রেণীর মানুষ হয় ক্ষতিগ্রস্থ। অবশ্য একসময় সবাই আলোর দিকেই ফিরে আসে"

- এরজিন সিনমেন, আইনবিদ।

তুরস্কের গণ মাধ্যমও ছিল প্রচন্ডভাবে দুর্নীতিগ্রস্থ। ব্যবসায়ীক সম্পর্ক এবং আইনের ফাঁকফোকরের সুযোগে মাফিয়া সম্প্রতি একটি প্রধান সম্প্রচার সংস্থার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। অবশ্য সংবাদ মাধ্যম ও জাতীয় সম্প্রচার সমিতি তাদের হারানো বিশ্বস্ততা এবং ভাবমূর্তি ফিরে পেতে অব্যহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

জাতীয় সম্প্রচার সমিতি তাদের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে উপদেষ্টা নিয়োগ করে। সিটিজেন ইনিশিয়েটিভের এরসিন সালমান এ ক্যাম্পেইনের নেতৃত্ব দেন। এ ক্যাম্পেইনে দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণমাধ্যমের দীর্ঘ মেয়াদী সংগ্রামের অঙ্গীকার ব্যক্ত না হলেও তা এ শিল্পের তাৎক্ষণিক স্বার্থ এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের ক্রমবর্ধমান সংগ্রামের মধ্যে যোগাযোগের আবহ সৃষ্টি করে। সরকার ও মাফিয়া চক্র উভয়ের জন্য এ ক্যাম্পেইনকে সংকটপূর্ণ করে তুলতে গণমাধ্যম যথেষ্ঠ স্বাধীনভাবে কাজ করার চেষ্টা করে।

সংঘর্ষের পর উদ্ভাবিত পরিকল্পনা

সুসুরলুক সংঘর্ষ দেশব্যাপী বিশাল সমালোচনার ঝড় তোলে। মার্সিডিজে কেবল যে একজন সাংসদই ছিলেন তাই নয় বরং অপরাধী আবদুল্লাহ্ কাতের জাল পরিচয়পত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মেহ্মেত আগরের স্বাক্ষরও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

সংঘর্ষের এক সপ্তাহ পর মন্ত্রীপরিষদ থেকে পদত্যাগ করলেও তিনি সংসদে থেকে যান। জনগণ সংঘর্ষে বেঁচে যাওয়া দুই সাংসদ আগর ও বুকাক্ উভয়ের বিরূদ্ধেই কঠিন ব্যবস্থা নেবার দাবি তোলে। ক্ষমতাধর এ দুজনই জোট সরকারের অংশীদার মৌলবাদী রাইট প্যাথ দলের সদস্য।

এক মাসের মধ্যেই কিছু প্রগতিশীল আইনবিদ এ ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনায় বসেন এবং সহজেই বুঝতে পারেন যে এ নিন্দাজনক কর্মকান্ডই জনগণের মাঝে হৈচৈ তুলতে এবং এ অবস্থার বাস্তব পরিবর্তনে উৎসাহ যোগাতে সাহায্য করেছে । তারা একটি কৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন। তারা উপলব্ধী করেন যে, এত উঁচু পর্যায়ের ঘটনা মোকাবেলায় উঁচু পর্যায়ের গণ উদ্যোগের প্রয়োজন। এ সব ব্যাপারে জনসাধারণ শীঘ্রই আগ্রহ হারিয়ে ফেলে বিধায় এ বিষয়ে দ্রুততালে এগিয়ে যাবার দরকার। এ জন্য গণমাধ্যম এবং প্রচারকার্যের সাহায্য নেয়া দরকার । ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে তারা বিশেষজ্ঞ সহ এরজিন সালমানের মত রাজনৈতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের কৌশল নির্ণায়ক অধিবেশনে সম্পৃক্ত করেন। আনুষ্ঠানিক এ আলোচনার ফলেই 'সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ ফর কনস্ট্যান্ট লাইট' প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। আইনজীবীগণ বিতর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত ক্যাম্পেইন কৌশল উদ্ভাবন করেন।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

> "আমাদের দাবি ছিল সুস্পষ্ট। অপরাধ সংগঠনগুলোর প্রতিষ্ঠাতাদের বিচার করা, বিচারকদের বিভিন্ন চাপ থেকে রক্ষা করা এবং রাষ্ট্রের দ্বৈত ভূমিকা প্রকাশ করে দেয়া। আর আমাদের শেষ দাবি ছিল গণতন্ত্রকে বাঁচানো।"
>
> - মেবুসে তিকে, আইনবিদ

ক্যাম্পেইনের স্বল্প মেয়াদী লক্ষ্য ছিল অপরাধী দলের সাথে জড়িত সংসদ সদস্যদেরকে যে আইনের মাধ্যমে বিচার থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে তা অপসারণে সংসদকে বাধ্য করা এবং তাদেরকে বিচারের আওতায় আনা।

এ কার্যক্রমের মূল ধারা :

১. বৈধ ও আইনসম্মত উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে হবে।
২. যাবতীয় কর্মকান্ড বৈধ ও আইনসম্মত হওয়া চাই।
৩. কর্মোদ্যোগ সহজ সাবলীল হওয়া চাই। যেমন, ফোন কল অথবা ফুটপাতে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকা।
৪. গৃহীত পদক্ষেপটিকে হতে হবে ঝুঁকিমুক্ত। জনগণকে যা খামোখা আতঙ্কগ্রস্থ করবে না।
৫. উদ্দীষ্ট লক্ষ্য হবে খুবই সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবধর্মী। এ উদ্যোগের প্রধান কাজ হবে সমাজের মধ্যে একাত্মবোধ সৃষ্টি করা।
৬. সবশেষে, জনগণের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে প্রকৃত উৎসাহ-উদ্দীপনা।

একটি রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত কৌশল প্রণয়ন করতে গিয়ে বলা হয় নেতৃত্বে যারা থাকবে তাদের পরিচয় গোপন রাখা হবে এবং তারা হবে নিরপেক্ষ এবং জনগণের কাছে তাদের ভাবমূর্তি হবে অনেতাসুলভ। জনগণের মাঝে দলের সদস্যদের থাকবে আস্থাপূর্ণ ভাবমূর্তি। তাদের থাকবে না অবিশ্বাস সৃষ্টিকারী আদর্শগত কোন সম্পর্ক।

পরিকল্পনা

বার্তা, কর্মপদ্ধতি এবং সমাবেশ প্রক্রিয়া এগুলোই ছিল মূল পরিকল্পনার প্রধান ৩টি উপাদান।

বার্তা: "সুসুরলুকের পর একই রকম কিছু ঘটবে না"।

জাতীয় সম্প্রচার এ্যাসোসিয়েশানের জন্যে এরজিন সালমানের বিজ্ঞাপন সংস্থা সিটিজেন ইনিশিয়েটিভের চেতনায় কিছু সৃজনশীল বার্তা তৈরী করে।

"আমরা সব কিছু জানি!
আমি রেডিওতে শুনেছি।
আমি টিভিতে দেখেছি।
আমি খবরের কাগজে পড়েছি।
এই সংঘর্ষের পর একই রকম কিছু শুনব না !
এই ট্রাকের পর একই রকম কিছু দেখব না!
সুসুরলুকের পর একই রকম কিছু ঘটবে না ! "

সিটিজেন ইনিশিয়েটিভের পক্ষে এসব বার্তা ইতিহাস সৃষ্টি করে এবং ক্ষমতাধরদের জন্য তা হুমকীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এখন থেকে আর কোন দুষ্কর্ম গোপন করা যাবে না অথবা তারা তা এড়িয়েও যেতে পারবে না। 'একই রকম কিছু ঘটবে না' শ্লোগানটি এই ইঙ্গিতই বহন করে যে গণ প্রতিক্রিয়াকে আর উপেক্ষা করা বা অকার্যকর ভাবা যাবে না। আর এ বার্তার পেছনের যে অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত আমরা উপলব্ধী করি তা হল যে এবার থেকে আমরা আলাদা কিছু ভাবতে পারব।

জনাব সালমান তার মক্কেলদেরকে সুসুরলুক ঘটনার সাথে ক্যাম্পেইনের সম্পর্ক তৈরীতে রাজি করান, যা সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ প্রারম্ভিক গতিশীলতা এনে দেয় এবং তা গণমাধ্যমের সমর্থন অর্জনেও সক্ষম হয়। বিজ্ঞাপন কর্মী, চলচ্চিত্রকার, গ্রাফিক ডিজাইনার, চিত্রকর, পণ্য বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক এবং অভিজ্ঞ রাজনৈতিক কর্মীসহ অসংখ্য সৃজনশীল পেশাজীবী ক্যাম্পেইনের জন্য বার্তা এবং ছবি তৈরীতে এগিয়ে আসেন।

প্রস্তাবিত কর্মদ্যোগ

বাতি নেভানোর ধারণাটা প্রথম আসে এক আইনজীবীর কিশোরী কন্যার কাছ থেকে । রসাত্মক মনে হলেও সহজ সমাধানে 'বিরামহীন আলোর পথে ১ মিনিটের আঁধার' ধারণাটা সংগঠকগণ তাৎক্ষণিকভাবে লুফে নেয়। "বাতি " নেভানোর কাজটা ঘরে বসেই সম্ভব, অংশগ্রহণকারীদের পরিচয় প্রকাশ পাবার আশঙ্কাও থাকে না - তারপরও প্রত্যেকের অংশগ্রহণ এখানে দৃশ্যমান।

> "১৯৯৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে প্রতি রাতে ঠিক ৯টায় আমরা বাতি নেভাতে থাকবো, যতক্ষণ না অপরাধী চক্র এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে তাদের সহযোগিদেরকে আইনের আওতায় আনা হচ্ছে।"
>
> - নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক চাচি

আমরা চেয়েছিলাম নতুন ধরণের এ কর্মকান্ডে বুদ্ধিজীবী বা সমাজের উঁচু স্তরের লোকদের চাইতে পেনসানভুক্ত কোন চাচি, খালা বা অন্যান্য ছেলেমেয়েরাই সাড়া দিলে ভাল হয় এবং ঘটেছিলও তাই। এক চাচিই ১ম এ আহবানে সাড়া দেয়। জনগণকে অবহিত করতে আমরা ফ্যাক্স বার্তা ও সংবাদ বিজ্ঞপ্তি বিতরণ করি। সমস্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতেই আমরা এ শ্লোগানটি সংযোজন করেছিলাম - "নিরব সংখ্যাগরিষ্ঠের আওয়াজ শুনুন !"

মিডিয়া, এনজিও এবং ইউনিয়ন জোটঃ যাদের মাধ্যমে ফ্যাক্স প্রেরণ করা হয়

এ শ্লোগান প্রচারে গণমাধ্যমের সমর্থন এবং তৃণমূল সংস্থাগুলোর জোট গঠনের প্রয়োজন পড়ে। সংবাদ মাধ্যমের মোর্চা অনুসন্ধানে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান নির্ণয়ে সুসুরলুক দিবসের (১লা ফেব্রুয়ারী) ৪ দিন আগে সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ প্রায় ৬০টি পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের কলাম লেখকদের প্রবন্ধ পাঠ করে। সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ কলাম লেখকদেরকে ব্যক্তিগত চিঠি পাঠায় এবং আহবান করে তারা যে ভাষা বা পরিভাষায় সুসুরলুক সংঘর্ষের কথা তুলে ধরেছেন, ঐ একই ভাষায় যেন তারা ক্যাম্পেইনের পক্ষেও লেখালেখি করেন। তারা এ পরামর্শে সাড়া দিয়ে রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি, বিশাল গণ অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এবং সুসুরলুক সংঘর্ষের গুরুত্ব সম্বন্ধে তাদের লেখা প্রকাশ করেন।

অনড় অথচ কূটকৌশলপূর্ণ যুক্তি তর্ক তুলে ধরায় সক্ষম বিধায় জনগণের সাথে গণমাধ্যমের সম্পর্ক তৈরীতে এসব কলাম লেখক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যদিও অনেকে আবার গণ উত্থানের নায়ক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

'কল টু এ্যাকশান' শীর্ষক ফ্যাক্স অতি দ্রুত অধিক সংখ্যক লোকের কাছে পাঠানো হয়। এসব বার্তা যেন আদর্শগতভাবে পক্ষপাতদুষ্ট না হয় তা নিশ্চিত করতে প্রথমে তা ইস্তাম্বুল কোঅর্ডিনেশান অব চেম্বারস অব প্রফেশানস্- এর মত অরাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো হয়, যারা তাৎক্ষণিক ভাবে সহায়তা করতে রাজী হয়। আয়োজকবৃন্দ অন্যান্য পেশাভিত্তিক চেম্বারের শরণাপন্নও হয় যেমন : দি বার এ্যাসোসিয়েশান, দি চেম্বারস অব ডেন্টিস্টস্, ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এবং ফারমাসিস্ট। ক্যাম্পেইনের বার্তা পৌছাতে এনজিও এবং ইউনিয়নগুলোও মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তারা সবাই এক পৃষ্ঠার ফ্যাক্স বার্তা তাদের সদস্যদের কাছে বিতরণ করে এবং তা তাদের প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজনকে দিতে বলে। ইন্টারনেট সুবিধা তুরঙ্কে তখন পর্যন্ত তেমন বিস্তার লাভ করেনি বিধায় ফ্যাক্স-ই ছিল প্রধান যোগাযোগ মাধ্যম।

ফ্যাক্সের মাধ্যমে বার্তা বিতরণ বিভিন্ন সংস্থা এবং নেটওয়ার্কের মধ্যে ক্রমবর্ধমান এক বৃত্ত রচনায় ভূমিকা রাখে। তাছাড়া বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক - স্বতস্ফূর্ত যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টিতেও ভূমিকা রাখে।

বিরামহীন আলোর পথে ১ মিনিটের আঁধার!

যারা অপরাধ সংগঠনগুলোকে গড়ে তুলেছিল এবং যারা তাদেরকে কাজে লাগিয়েছিল তাদের সবাইকে বিচারের কাঠগড়ায় আনতে আমার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণায় ;

ঐ সমস্ত লোক ও কতৃপক্ষকে সমর্থন জানাতে, যারা বিচারাধিন বিষয়ের তদন্তে নিয়োজিত;

একটি গণতান্ত্রিক, সমকালীন এবং স্বচছ আইন ব্যবস্থার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আমার আকাঙ্খা জানাতে;

১৯৯৭, ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে;
আমি ১মিনিটের জন্যে প্রতিরাত ঠিক ৯টায় আমার ঘরের বাতি নেভাবো !

এ আহবান প্রতিটি নাগরিকের জন্য
অনুগ্রহপুর্বক তা ছড়িয়ে দিন!

নাম-পদবি **পেশা** **স্বাক্ষর**

বিরামহীন আলোর পথে
সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ

ঠিকানা, ফোন, ফ্যাক্স নাম্বার...

গণমাধ্যম বাহন

দুর্নীতি নিরসনে সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ এবং গণমাধ্যমের আহবান একই সমান্তরালে অবস্থান করায় খুব সহজেই তা গণমাধ্যমকে এ ক্যাম্পেইন সমর্থনে উদ্বুদ্ধ করে। ৫ সপ্তাহের ক্যাম্পেইনে গণমাধ্যমে বিভিন্ন উচ্ছসিত প্রবন্ধ, বিশেষ সংবাদ বুলেটিন এবং ক্যাম্পেইনের সময়সূচী ভিত্তিক বিভিন্ন টিভি প্রোগ্রাম সম্প্রচার করা হয়। একের পর এক রেডিও সাক্ষাতকার প্রচারিত হতে থাকে। ১৪ টি সম্প্রচার সংস্থার সব কটিই এ কার্যক্রমে অংশ নেয়। কোন কোন টিভি স্টেশন থেকে তাদের প্রধান সংবাদ বুলেটিনে 'রিমাইন্ডার' দেখানো হয়।

গণ ক্যাম্পেইনে অর্থায়ন

এরকম বড় মাপের ক্যাম্পেইনের জন্য প্রয়োজনীয় বিশাল অর্থ আয়োজকবৃন্দ বিভিন্ন স্বেচছা অনুদানের মাধ্যমে সংগ্রহ করে। সিটিজেন ইনিশিয়েটিভের বাইরে স্বাধীনভাবে ভূমিকা পালনকারী 'সালমান বিজ্ঞাপন সংস্থা'কে জাতীয় সম্প্রচার এ্যাসোসিয়েশান অর্থ যোগায়। দক্ষ কর্মীবৃন্দ নিজ উদ্যোগে স্বেচ্ছায় বিজ্ঞাপন উপকরণ তৈরী করে। কুরিয়ার সার্ভিস, পোস্টার এবং অন্যান্য ছাপানো উপকরণের জন্য সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ এ উদ্যোগে শামিল হতে ইচ্ছুক বিভিন্ন স্বেচ্ছসেবী প্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্যিক কোম্পানীর সাহায্য নেয়। শত শত সংস্থা ফ্যাক্স পাঠানোর খরচ বহন করে। বলাবাহুল্য, বিল এবং নগদ অর্থে এসব উপকরণের নগদ মূল্য দাঁড়াত ৮ - ৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার!

" প্রতিটি নাগরিককে সম্পৃক্ত করে সরাসরি ক্যাম্পেইন শুরু করার আহবান জানানো হয়। প্রথমে প্রত্যেকের কাছে পাঠানো হয় ফ্যাক্স বার্তা। এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা ১০,০০০ উত্তর পাই। এতে প্রমাণিত হয় যে আমাদের আহবানে ব্যাপক সাড়া মিলছে। ১৫ ই জানুয়ারী আমরা একটি সংবাদ সম্মেলন করি। কোন সংস্থার পরিবর্তে রাজনৈতিক সম্পর্ক বর্জিত সাধারণ গণমানুষের একটি দল এ সম্মেলন ডাকায় তা বেশ আগ্রহের সৃষ্টি করে। সম্মেলন কক্ষে ১০,০০০ লোকের সাক্ষর সম্বলিত দেয়ালিকা টাংগিয়ে দেয়া হয়। আমরা সুসুরলুক সংঘর্ষের উপর মূকাভিনয় করি। আমাদের কোন আনুষ্ঠানিক মুখপাত্র ছিল না। সাধারণ লোকেরাই সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়। এটাই ছিল প্রথম সংবাদ সম্মেলন, যেখানে ১০,০০০ লোক অংশ নেয়। এটা ছিল খুবই ফলপ্রসূ এক উদ্যোগ।"

- ইউকসেল্ সিলেক, মহাসচিব, সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ।

পদক্ষেপ : ফেব্রুয়ারী ১ - মার্চ ৯
আসলে কি ঘটেছিল

"প্রথম যখন বিক্ষোভের কথা ভাবি, জনঅংশগ্রহণের বিষয়ে আমরা বেশ শংকিত ছিলাম। তবু আমাদের বিশ্বাস ছিল যে এ উদ্যোগ বেশ সাড়া ফেলবে। যদি ৫০০ লোকও অংশ নিত তবু নৈতিকভাবে তা আমাদের জন্য সার্থক হত। কিন্তু আমরা কখনো কল্পনাও করিনি যে বাস্তবে জনগণের অংশগ্রহণের সংখ্যা .....। তুরস্কে এই প্রথম বারের মত ঐ সব দল বা গোষ্ঠী যারা কখনও কোন বিক্ষোভে অংশ নেয়নি তারাও এবার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এ বিক্ষোভে অংশ নেয়। ব্যবসায়ী থেকে বস্তি বাসী সবাই।"

- মেবুসে তিকে, আইনবিদ

"প্রতিবাদের সরলতাই সফলতা নিয়ে আসে। লোকজন ঘরে বসেই প্রতিবাদ জানাতে সমর্থ হয়। আমরা কখনও ভাবিনি তারা রাস্তায় নেমে আসবে। তবে তারা তাই করেছিল এবং তা করেছিল অন্তহীন আনন্দ আর আগ্রহ সহকারে।"

- ইউকসেল সেলেক্

ক্রমশ বিক্ষোভ উত্তাল হয়ে ওঠে। পরিকল্পনা মত লোকজন প্রথমে বাতি নেভাতে শুরু করে। প্রতি রাতেই তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তবে তারা দ্রুত এই অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে বিরক্ত হয়ে ওঠে । পরে অনেকে একই সাথে বাতি জ্বালাতে ও নেভাতে শুরু করে। এরপর একটি বিশেষ ঘটনা গণ বিক্ষোভ এবং গণমাধ্যমের মধ্যে সম্পর্কের নতুন মাত্রা যোগ করে। হঠাৎই টিভি সংবাদে আলো খেলার এ ছবি দেখানো শুরু হয় এবং পরের রাতে সারা তুরস্কে লোকেরা বাতি জ্বালাতে ও নেভাতে থাকে।

১ম সপ্তাহেই গণমানুষের বিশাল সমর্থন পরিলক্ষিত হয়। এ বিশাল সমর্থন লোকের আতঙ্ক ও অসহায়ত্ব দুর করে, যা তারা দুর্নীতি মোকাবেলায় সব সময়ই অনুভব করেছে। ২য় সপ্তাহে তারা ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে প্রতিবাদ করতে থাকে। লক্ষ্যণীয় বিষয় যে আশেপাশের সবাই স্বেচ্ছায় বিক্ষোভে অংশ নিতে থাকে।

তুরস্কের ৩৬ টা নগর এবং ৮১ টা শহরের অধিবাসীবৃন্দ টেলিফোনে এবং ফ্যাক্সে সিটিজেন ইনিশিয়েটিভের সাথে যোগাযোগ করে। অনেক অঞ্চলের লোকজন নিজেরাই বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে আরম্ভ করে।

ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি থেকে শেষাবধি বিক্ষোভের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়ে ক্রমশ তা হ্রাস পেতে শুরু করে। তবে আয়োকজবৃন্দ তীব্রতা কমার অপেক্ষা না করে আগেই ক্যাম্পেইনের সমাপ্তি ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেয়। তাছাড়া এ বিক্ষোভকে রাজনৈতিকভাবে সরকার বিরোধী কার্যক্রমে ব্যবহারের আশঙ্কা দেখা দেয় বিধায় ৯ মার্চ এ বিক্ষোভ কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া

১ মিনিটের আঁধার ক্যাম্পেইনের ২য় সপ্তাহে বহু সরকারি মুখপাত্র সহ খোদ প্রধানমন্ত্রী নেকমাতিন্ এরবাকান্ রাজপথের বিক্ষোভকে কটাক্ষ করতে থাকেন। ১৫ ফেব্রুয়ারী গুপ্তচর সংস্থা, পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে নতুন একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়, যা এ সমালোচনা বা কটাক্ষে নতুন মাত্রা যোগ করে। অভিযুক্ত রাজনৈতিক দলগুলো কিছু একটা করার তাগিদ অনুভব করে। প্রধানমন্ত্রী রাজপথের বিক্ষোভকে "আমাদের বিখ্যাত সড়ক নৃত্য আসলে নরখাদকের নৃত্য " বলে ব্যঙ্গ করেন। অন্যদিকে আইনমন্ত্রী কাজান বলেন "মাঝে মাঝে বাতি নেভানো হল এক ধরণের বিশ্বাসঘাতকতা।" তিনি আরও বলেন যে রাজপথে অংশগ্রহণকারী মানুষ আসলে যৌন উৎসবে অংশ নিচ্ছে [৩]। জোটের শরীক রাইট প্যাথ পার্টির নেতা তানসু সিলার অংশগ্রহণকারীদের দেশপ্রেম সম্বন্ধেই প্রশ্ন তোলেন !

---

৩ "কাজানের মতে লোকেরা আসলে 'মোমবাতি নেভানোর খেলা খেলে'। এটা রাজনৈতিকভাবে খুবই অশোভনা উক্তি। যা তিনি এ্যালেভি জাতি সম্বন্ধে মিথ্যা ও অবমাননাকর কাহিনীর উপর ভিত্তি করে বলেছেন। প্রকৃত পক্ষে এ্যলেভি জাতি খুবই উদার এবং তুর্কী ব্যাখ্যা মতে ইসলাম ধর্মাবলম্বী। এরা তুর্কী জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ। তাদের সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ করা হয় যে তারা নাকি বিশেষ বিশেষ উৎসবের রাত্রিতে আনন্দ উল্লাসের এক পর্যায়ে 'মোমবাতি নিভিয়ে দেয়' এবং অন্ধকারে যাকেই পায় তাকে যৌন সংগী হিসাবে বেছে নেয়। "

এ বিক্ষোভ এত বিশাল আকার ধারণ করে যে সংগঠনগুলো একে কোন মত্ বা আদর্শ থেকে বাইরে রাখতে চাইলেও তা তারা পারেনি। রাজনীতিকদের মতে এ বিক্ষোভ সরকার এবং বিশেষ করে জোট সরকার সদস্যদের প্রতি অংগুলি প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। অভিযুক্ত সাংসদবৃন্দকে রক্ষায় রাইট প্যাথ পার্টি নেতার উপরই বেশী চাপ আসতে থাকে, যিনি নিজেও দুর্নীতি চক্রের সাথে সম্পর্ক রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত। মৌলবাদী রেফা পার্টি সরকারের নেতৃত্বে থাকায়, এ বিক্ষোভ সামরিক বাহিনীর সদস্য সহ পার্টির অন্যান্যদেরকে এ বিক্ষোভ দমনে উদুদ্ধ করে। কে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার লাগাম ধরবে তা নিয়েও বেশ বিতর্ক দেখা দেয়। এ দিকে বিক্ষোভকারী মানুষ " সিলারের বিচার চাই " অথবা " রিফা পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা কর " ইত্যাদি শ্লোগান লেখা ব্যানার প্রদর্শন করতে থাকে।

> আমরা বিক্ষোভের দিক পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে যে এ বিষয়ে এখন আমাদের কথা বলা উচিত। তবে আমাদের অধিকাংশ বন্ধু মনে করেন যে আমরা কেবল উদ্যোক্তা, বিক্ষোভকারী মানুষ কি বলবে বা তাদের কি করা উচিত তা দেখা আমাদের উদ্দেশ্য নয় । বস্তুত, আমরা অনেকেই রেফা পার্টিকে সমর্থন করি না এবং চলমান ঘটনায় অতটা মর্মাহতও হইনি যতটা সরকার হয়েছে।
>
> - মেবুসে তিকে

২৮শে ফেব্রুয়ারী, জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল (যাদের মধ্যে প্রভাবশালী সামরিক কর্মকর্তাও ছিলেন) সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করে। একে আধুনিক সময়ের সামরিক অভ্যুত্থান হিসাবে অভিহিত করা হয়। রক্তপাতহীন ও তড়িৎগতি সম্পন্ন এ অভ্যুত্থানে জোর না খাটিয়ে সরকারকে পদত্যাগে 'রাজি' করানো হয়। অবশ্য ৬ মাস পর্যন্ত সংসদ কতৃক নতুন সরকার অনুমোদন না পাওয়া অবধি জনাব এরবাকান্ প্রধান মন্ত্রী হিসাবে বহাল থাকেন।

অবশ্যই সরকারের পতন সিটিজেন ইনিশিয়েটিভের লক্ষ্য ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারকে উৎসাহিত করা। আবার সংসদে নতুন রাজনীতিকদের অনুপস্থিতি বর্তমান রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং মাফিয়ার মধ্যে সম্পর্ক তৈরীতে সাহায্য করতে থাকায় সিটিজেন ইনিশিয়েটিভের লক্ষ্য পূরণে একটি কার্যকর সরকারের দরকার পড়ে। এদিকে এরবাকানের নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের পতন আদালত কতৃক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদনেও বিলম্ব ঘটায়।

> "আমরা যদি বলতামও যে রেফা সরকারের ক্ষতি করা আমাদের উদ্দেশ্য না বরং আমাদের লক্ষ্য সরকার এবং অপরাধীদের মধ্যে সন্দেহজনক সম্পর্কের অবসান, তবু সরকারের পতন ঠেকানো যেত না... তবু যা ঘটেছে তার বিপক্ষে বললেই বোধ হয় ভাল হত। অন্তত সেনা অফিসারেরা বলতে পারত না যে সামরিক অভ্যুত্থানে জনগণের সমর্থন ছিল না।"
>
> - মেবুসে তিকে

পরবর্তী কার্যক্রম

এ কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাংসদবৃন্দের পক্ষে আইনী অব্যহতি সংক্রান্ত বিধান রহিত করা। সুসুরলুক সংঘর্ষের ফলে আমরা প্রভাবশালী দুই সংসদ সদস্যের কথা জানতে পারলেও এ বিধানের জন্যে তাদেরকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়নি বা তাদেরকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হয়নি। এ বিধান অপসারণে উচ্চ আদালতকে বিভিন্ন অনুসন্ধানী কার্যক্রম চালাতে হয়। মার্চেই এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে প্রধান মন্ত্রী এরবাকান অভিযুক্ত সংসদ সদস্যদেরকে বাঁচাতে এবং আদালতের কার্যক্রমে বাধা দিতে আইনের ফাঁকফোকরের আশ্রয় নিয়েছেন। যা এ বিষয়ে সংসদের ভোট গ্রহণকেও বাঁধাগ্রস্থ করে।

"সুসুরলুক বাগার"

(প্রতি রাত ঠিক ৯টায়)

আপনি কি যথেষ্ঠ গণতন্ত্রের অভাবে সমস্যায় আছেন?

জাতীয় সব কর্মকান্ডই কি আপনার পেট ব্যাথার কারণ?

"বিরমহীন আলোর পথে ১ মিনিটের আঁধার"?-ই আপনার সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ

এই হল আপনার ব্যবস্থাপত্র:

প্রতিরাতে ৯ টায় ঠিক খাবারের আগে বা পরে ব্যবহার করুন:

অবিশ্বাস্যভাবে আনন্দদায়ক, বহুমুখী গণতান্ত্রিক উপকরণ

"সুসুরলুক বাগার"

নজিরবিহীন এ ছোট্ট কৌশলে সব কিছুই আছে যা আপনার মত নির্যাতিত নাগরিকের প্রয়োজন:

তার আওয়াজ শুনতে একে নাড়া দিন: শাকা-শুকা!

ডাইনিদের তাড়াতে বাজাতে থাকুন:

আইইইইইইই!

নিজেকে ভালভাবে বোঝাতে তা চালিয়ে যান

প্রত্যুত্তরে সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ ১৯৯৭ সালের ৬-২৩ এপ্রিল পুনরায় হাজার হাজার ফ্যাক্স পাঠাতে শুরু করে। ফলে আবার সারা দেশে বাতি জ্বলা-নেভা শুরু হয়। এবারের শ্লোগান ছিল 'আমি নিশ্চিত করে বলছি, আমি বিদ্রোহ করছি !' একটি রসাত্মক বিজ্ঞাপন "সুসুরলুক বাগার ডেমোক্র্যাসী মেশিন " এ ক্যাম্পেইনকে আরও জনপ্রিয় করে তোলে। ১৭ এপ্রিল বহু লোক সারা দেশের ডাকঘরগুলোতে সমবেত হয় এবং 'কৌশলে লাভ করা' উচ্চ আদালতের তদন্ত কপি সমস্ত সংসদ সদস্যের কাছে প্রেরণ করে।

অবশেষে নতুন সরকার আস্থা ভোট লাভ করলে এ ক্যাম্পেইন পুনর্জীবন লাভ করে। নতুন এক ফ্যাক্সে বলা হয়, 'সরকারের চাকা ততক্ষন ঘুরবে না যতক্ষণ না গ্লাডিও নামের জঞ্জালকে সরানো না যায়'। এবারের বাতি নেভানো কার্যক্রম ফেব্রুয়ারীর মত অতটা ব্যাপক না হলেও, বিভিন্ন সংস্থা রাজপথে বিক্ষোভ আয়োজনে এগিয়ে আসে। গণমাধ্যমে প্রচার করা হয় 'সুসুরলুকের জন্য আজ আপনি কি করেছন ?' শিরোনামে নতুন এক বার্তা। এবার কুখ্যাত ঐ নিরাপত্তা বিধান রহিত না করা পর্যন্ত ক্যাম্পেইন

চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ৩রা নভেম্বরের সাংবাদিক সম্মেলনে সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ সুসুরলুক নাগরিক রিপোর্ট পেশ করে, যে রিপোর্টে বিরামহীন আলোর পথে ১মিনিটের আঁধার' কার্যক্রমের যথাযথ সমাধানে সরকারকে পরামর্শ দেয়া হয়।

দুই সাংসদকে আজও অভিযুক্ত করা হয়নি বা তাদের বিরুদ্ধে কোন রায়ও দেয়া হয়নি, বরং তারা আবারও নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৯৮ সালে 'আমি দাসত্ব থেকে ইস্তফা দিচ্ছি, কারণ এখন আমি একজন নাগরিক ! "শীর্ষক স্বাক্ষরতা অভিযান শুরু করা হয়। এর সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য হল হল তুর্কী জনগণ ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করা। মে মাসে সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ নতুন "নাগরিক সংবিধান " রচনার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে বুদ্ধিজীবীদের সাথে গোলটেবিল বৈঠক করে। একই সাথে শুরু করা হয় সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে চিঠি লেখার নানামুখী উদ্যোগ।

দীর্ঘ-মেয়াদী ফলাফল
তুরস্কে দুর্নীতির উপর প্রভাব

"এ বিক্ষোভ এক নজির সৃষ্টি করে। যা ছাড়া সুসুরলুক সংঘর্ষের সন্দেহভাজনদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যেতো না। এ বিক্ষোভের মাধ্যমে তৈরী হওয়া সংবেদনশীলতা বিচারের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং অপরাধীর দুষ্কর্ম ফাঁস করে দেয়। পরবর্তী প্রধান মন্ত্রী এর গুরুত্ব অনুধাবন করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। কমিটি অপরাধী চক্রের হাতে নিহত প্রত্যেকের নামের তালিকা সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এছাড়া একটি সংসদীয় তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়, যা যাবতীয় দুর্নীতি তদন্তে মনোনিবেশ করে। দুর্নীতির হোতাদের বিচার করা হয়। সব থেকে অপ্রত্যাশিত ব্যাপার হল রায়ের কপি বিতরণ ----। এ সবগুলো ঘটনাই ছিল তুরস্কে নজিরবিহীন। সমস্ত কিছুই সম্ভব হয় 'বিরামহীন আলোর পথে ১ মিনিটের আঁধার' ক্যাম্পেইনের বদৌলতে।

- এরজিন সিনমেন

এ বিক্ষোভের পর ব্যবসায়ী, পুলিশ, সেনা সদস্য এবং মাফিয়া নেতাদের আইনের কাঠগড়ায় আনা হয়। তবে দুই সাংসদকে কখনই বিচারের আওতায় আনা যায়নি। মেহমেত আগর দল থেকে পদত্যাগ করে বিচার এড়িয়ে যান। পরে তার নিজের শহরে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে বিজয়ী হন। এখানে তিনি ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

সম্ভবত এ ক্যাম্পেইন দুর্নীতির বিরুদ্ধে সকল অভিযানের পথ উন্মুক্ত করে। ২০০১ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সাদেতিন তানতান্ দুর্নীতির বিরুদ্ধে জোরালো অভিযান শুরু করেন। এ অভিযান থেকে প্রাপ্ত তদন্ত রিপোর্ট গণমাধ্যম ও জনগণের মধ্যে বেশ আগ্রহের সৃষ্টি করে। ব্যাংকিং রেগুলেশান এ্যান্ড সুপারভিশান এজেন্সীর সহায়তায় "অপারেশান হারিকেন ", "অপারেশান হোয়েল " এবং "অপারেশান প্যারশ্যুট " নামের অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের তদন্তের ফলে বিশালাকারের অর্থ আত্মসাতের খবর বেরিয়ে আসে। ফলে তথাকথিত বিখ্যাত সব নির্বাহীদেরকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়। অবশ্য কেবল বেসরকারি লোকজনকেই গ্রেফতার করা হয়, কোন আমলা বা নির্বাচিত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়নি। দুর্ভাগ্যবশত তান্তানের এ অভিযান বেশি দিন স্থায়ী হয়নি।

সুসুরলুক ঘটনার ৬ বছর পর ২০০২ সালের নভেম্বরের নির্বাচন তুরস্কের রাজনীতিতে নতুন যুগের সূচনা করে। তুরস্ক সংসদের ৭০ শতাংশ প্রতিনিধিই প্রথমবারের মত নির্বাচিত হয়ে আসেন এবং আগের কোন রাজনৈতিক নেতা সংসদে স্থান পাননি। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে জনগণ রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি দমনে প্রাক্তন রাজনীতিকদের ব্যর্থতার শাস্তিই শুধু দেয়নি বরং সামরিক বাহিনীকেও যথাযথ প্রত্যুত্তর দিয়ে ইসলামী ঐতিহ্যবাহী একটি নমনীয় গণতান্ত্রিক দলকে নির্বাচিত করে। নতুন শাসকদল আক্ পার্টি (শ্বেত দল) তিনটি অগ্রগণ্য বিষয়ের ঘোষণা দেয় : সাংসদদের জন্য আইনী অব্যাহতি সংক্রান্ত যে বিধান রয়েছে তা রহিত করা, মৌলিক মানবাধিকার ভিত্তিক নতুন সংবিধান রচনা, যা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য পদ প্রার্থী সকল দেশের জন্য অপরিহার্য এবং আধিপত্য মুক্ত গণমাধ্যম আইন প্রবর্তন করা। এদিকে মেহমেত্ আগর সংসদে তখনও অবস্থান করায় সুসুরলুক বিষয় নিয়ে আলোচনাও চলতে থাকে। অবশ্য তা চলে নতুন এক তুরস্কে।

১৯৯৭ সালের পর সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ

কৌশলগত দিক থেকে সিটিজিন ইনিশিয়েটিভের অভিজ্ঞতা অন্যান্য জাতীয় ক্যাম্পেইনের জন্য বিশেষ সহায়ক হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ই আগস্ট তুরস্কে ভয়বহ এক ভূমিকম্প আঘাত হানে। সর্বগ্রাসী দুর্নীতির ফলে সরকার ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্যার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়। এক্ষেত্রে নাগরিকদের সামাজিক নেটওয়ার্ক তাদের জীবন বাঁচাতে এগিয়ে আসে। সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ ২৬ টি সংস্থার মাধ্যমে 'ভূমিকম্প নাগরিক সমন্বয় কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠায় হিউম্যান সেটেলমেন্ট এ্যাসোসিয়েশানের সাথে একযোগে কাজ করে। তুরস্কের প্রত্যেক শহরে শত শত এনজিও এবং অন্যান্য লোকজন উদ্ধারকারী দল গড়ে তোলে। একমাত্র গণমাধ্যমের সহায়তায় এত বড় উদ্ধার কার্যক্রমে জনগণকে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়। সিটিজেন ইনিশিয়েটিভের অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে বিশেষ সাহায্য করে। 'নাগরিক সমন্বয় কেন্দ্রে' সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং তার অভিজ্ঞ কর্মীবাহিনীকে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের ত্রান ও পুনর্বাসনে ব্যবহার করে।

২০০৩ : ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রতিরোধ

২০০৩ সালে নতুনভাবে আর একবার 'বিরমিহীন আলোর পথে ১ মিনিটের আঁধার' ক্যাম্পেইন শুরু করা হয় । এবারে তা করা হয় তুরস্কের দক্ষিণ সীমান্তে যুক্তরাষ্ট্র কতৃক ইরাকের উপর চাপিয়ে দেয়া আসন্ন যুদ্ধের বিরুদ্ধে। ১৯৯৭ সালের কৌশলের আলোকে বিভিন্ন সংস্থার একটি জোট এ যুদ্ধ বন্ধে এগিয়ে আসে। যুদ্ধের বিরোধিতা করতে শুধুমাত্র তুরস্কের নাগরিকদেরকে বাতি নেভাতে না বলে বরং এবারে ক্যাম্পেইন বার্তা আন্তর্জাতিকভাবে সমস্ত এনজিও এবং বিশ্বের তাবত গণ আন্দোলনে সম্পৃক্ত জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া হয়। আহবান জানানো হয় সারা বিশ্বব্যাপী এ কার্যক্রম পরিচালনার।

২০০৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সমগ্র বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মিছিল চলাকালে তুরস্কে সব বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়। অধিকাংশ তুরস্কবাসী যে যুদ্ধের বিপক্ষে, বাতি নেভানোর কৌশল সরকার ও জনগণকে সে বার্তাই পৌঁছে দেয়। এমনকি নতুন প্রেসিডেন্ট বুলেন্ত্ আর্ণিকও রাত ঠিক ৮টায় আলো নিভিয়ে দেয়ার প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন।

২০০৩ সালের ১লা মার্চ ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে তুরস্কের দক্ষিণ সীমান্ত ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহারের সুযোগ না দিতে তুরস্ক সংসদে সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে যে বিল পাশ হয় তা সমগ্র বিশ্বকে হতবাক করে। শাসক দলের নেতৃবৃন্দ, সেনাবাহিনী এবং বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মার্কিন সেনাবাহিনীকে সহায়তা করতে চাইলেও ৯৪ শতাংশ তুর্কী জনসাধারণ এর বিরোধিতা করে। গত ৩০ বছরের মধ্যে এই প্রথম দলের সমস্ত চাপ উপেক্ষা করে সংসদ জনগণের পক্ষে রায় দেয়।

কর্মকৌশল প্রতিস্থাপন : বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নাবলী

জন নিরবতার অবসান

'বিরামহীন আলোর পথে ১ মিনিটের আঁধার' ক্যাম্পেইন স্পষ্টতই ঝুঁকিমুক্ত একটি কৌশল। এ কৌশলের অংশ হিসাবে বিশাল সংখ্যক তুর্কী বহুদিনের হতাশাকে ঝেড়ে ফেলতে তাদের ঘরের আলো জ্বালাতে ও নেভাতে থাকে। কেবল সুসুরলুকের ঘটনার প্রতিবাদ জানানোই এ ক্যাম্পেইনের উদ্দেশ্য ছিল না বরং তুর্কী জাতি এর মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ করে। এ ক্যাম্পেইনে তারা দেশের আপামর গণমানুষের সমর্থন প্রত্যাশা করে। সুসুরলুক সংঘর্ষের একটা ভাল দিক হল তা দলে দলে জনগণকে ভয়াবহ এক সমস্যার বিরুদ্দে একই সুরে আওয়াজ তুলতে শেখায়।

৮০র দশকে চিলিতে জেনারেল অগোস্তো পিনোচেটের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে নৈরাশ্য প্রকাশে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় একই ধরণের কৌশল অবলম্বন করলে চিলির জনগণ এতে ভীষণ উৎসাহি হয়ে ওঠে। ১১ মে ১৯৮৩, সান্টিয়াগোর রাতের আকাশ ঘরে ঘরে লক্ষ জনতার বাজানো বাসনকোসনের শব্দে আর রাস্তায় গাড়ীর হর্ণে কেঁপে ওঠে। এ অভূতপূর্ব ঘটনা গণমানুষের হতাশারই বহি:প্রকাশ। জনতার আওয়াজ বন্ধে পিনোচেট বর্বর নিরাপত্তা বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে ৬০০ লোককে গ্রেফতার করে। চিলিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় হয়ত আরও বহু সময় লাগতে পারে। তবে এ অপ্রতিরোধ্য প্রতিবাদ বহুদিনের নিরবতাকে অন্তত ভাঙতে পেরেছিল।

এ এমন এক কৌশল যার মাধ্যমে সমাজের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী একত্রিত হয়ে কোন বিষয়ে তাদের উকণ্ঠা প্রকাশে সক্ষম হয়, যেমনটি ঘটেছিল তুরস্কে। জনগণের মধ্যেই এর শক্তি নিহিত তাই এ কৌশল এমন বিষয়ে গ্রহণ করা উচিত যা জনগণকে একযোগে পদক্ষেপ নেবার সুযোগ এনে দেয়।

পেশাদারী বার্তার গুরুত্ব

> " এ থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই তাহল এ ধরণের প্রতিবাদের আয়োজন করা হয় সমাজের অন্তস্থিত প্রয়োজন পূরণে এবং এর কৌশলও খুবই সহজ। তবে বড় ধরণের অংশগ্রহণের জন্য বিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে বোঝানো দরকার। প্রচার-প্রচারণা ছাড়া তা অর্জন সম্ভব নয়। তাই গণমাধ্যমে প্রচার অত্যন্ত জরুরী এক বিষয়।"
>
> - এরজিন সালমান

আইনজীবীদের মতে এ ধরণের একটি কৌশলের জন্য প্রয়োজন পেশাদার যোগাযোগ এবং গণ মাধ্যমের সাথে ভাল সম্পর্ক। যে কোন জোট সৃষ্টিতে বার্তার গুরুত্ব অপরীসিম। সিটিজেন ইনিশিয়েটিভের পক্ষে লক্ষ্য অর্জন বেশ দুরূহ হত যদি বার্তার বিষয় হত আদর্শ ভিত্তিক অথবা জটিল। বার্তাটি হতে হবে স্বল্প মেয়াদী, কেননা গণ মাধ্যম অনির্দিষ্ট কাল ধরে কোন বিষয় উপস্থাপন করবে না।

কিছু সংখ্যক দুর্নীতিবাজ সংসদ সদস্যের কার্যকলাপের তদন্ত করাই ছিল ক্যাম্পেইনের প্রধান উদ্দেশ্য । তবে তা অর্জিত হবার পর ক্যাম্পেইনের গতি যেন স্তিমিত হয়ে আসে। সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ তার কার্যক্রম চালিয়ে গেলেও গণসমাবেশ আর সেভাবে হয়নি। দুর্নীতির বিরূদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া খুবই জটিল এক বিষয়, তাই এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ মেয়াদী অঙ্গীকার। সহজ সরল বার্তা এবং স্বল্প মেয়াদী লক্ষ্যের মাধ্যমেই গণ উত্থান ঘটানো সম্ভব পাশাপাশি তা গণমাধ্যমের আগ্রহ সৃষ্টিতেও ভূমিকা রাখতে পারে। সংগঠকগণ গোড়াতে এ ক্যাম্পেইনকে স্বল্প মেয়াদী এক পদক্ষেপ হিসাবেই ধরে নিয়েছিলেন, যেখানে থাকবে সর্বোচ্চ জন অংশগ্রহণ।

রাজনীতি বিমুখতা এবং পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছা

সিটিজিন ইনিশিয়েটিভ নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় দুটি কৌশল গ্রহণ করে। তারা রাজনীতিতে জড়িত কোন পক্ষের সাথে যোগাযোগ করার চেয়ে নিরপেক্ষ সামাজিক গোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগকেই অধিকতর শ্রেয় বলে মনে করে। তারা তাদের নাম পরিচয়ও গোপন রাখে। ফলে কোন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর স্বার্থে ব্যবহৃত না হয়ে তারা অধিক সংখ্যক লোকের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হয়।

এর অবশ্য অসুবিধাও ছিল। সংগঠকবৃন্দ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে তাদের সদস্যের কাছে ক্যাম্পেইন বার্তা পাঠাতে বললেও এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠনগুলোর নিজস্ব মতামত পেশের কোন সুযোগ ছিল না। এ ধরণের অ-রাজনৈতিক এবং অ-সাংগঠনিক প্রকৃতি দীর্ঘ মেয়াদী ক্যাম্পেইনের পক্ষে পদক্ষেপ নেয়াকে কঠিন করে তোলে। আবার বড় রাজনৈতিক দল বা ইউনিয়নগুলোর ক্যাম্পেইনে কোন মালিকানা না থাকায় ক্যাম্পেইন কর্মকান্ড থিতিয়ে পড়ার সাথে সাথে জন আগ্রহও কমে আসে। দীর্ঘ মেয়াদী সংগ্রামের জন্য আবশ্যক তথাকথিত "আদর্শগত " জোট সৃষ্টিতে অনীহা প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন পাওয়ায় ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

কোন দল বা গোষ্ঠীর পরিচয় গোপন রাখার প্রবণতা আসলে "নেতৃত্বহীনতার " নামান্তর। এক্ষেত্রে কোন নেতা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেন না বরং তা কোন সাধারণ সমিতির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। আবার সমিতির আকার এবং সদস্য সংখ্যা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় এবং এদের নেয়া সিদ্ধান্তগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিছু প্রস্তাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

তবে স্বল্প মেয়াদী ক্যাম্পেইনের ক্ষেত্রে এ পদক্ষেপ ভালই কাজ করে। দুর্নীতির বিরূদ্ধে দীর্ঘ মেয়াদী ক্যাম্পেইনের জন্য প্রয়োজন ঠিক একই মাপের স্বচ্ছতা যা সে রাষ্ট্রের কাছেও প্রত্যাশা করে। দীর্ঘ মেয়াদে পরিচয় গোপন রাখার প্রবণতা সন্দেহ সৃষ্টি করার পাশাপাশি বার্তার ফলপ্রসূতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে। কিন্তু স্বল্প মেয়াদে তা ততটা ক্ষতি করে না এবং এ ক্যাম্পেইন থেকেই তা প্রমাণিত।

পরিবর্তনকারী ঘটনা : কতখানি প্রয়োজন ?

আপনি তা কিভাবে বুঝবেন?

এক মিনিটের আঁধার ক্যাম্পেইনকে ভয়াবহ সুসুরলুক ঘটনার সাথে বেশ ভালভাবেই সম্পৃক্ত করা যেতে পারে, যা নিয়ন্ত্রণ করা বা আগাম ভাবা যায়নি এবং যে ঘটনা গণমাধ্যম এবং গণমানুষের আগ্রহ সৃষ্টি করে। অবশ্যই ৯৬-এর নভেম্বরে গাড়ী দুর্ঘটনা না ঘটলে ফেব্রুয়ারী ৯৭-এর বিক্ষোভ হত না। দুর্নীতিগ্রস্থ পরিবেশে নানা মারাত্মক ঘটনা ঘটেই থাকে, তবে আমরা তা কিভাবে দেখি তার উপরই নির্ভর করে জাতীয় গণমাধ্যমের জন্য তা কতখানি গুরুত্ববহ হবে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয়ে জনমত বিশ্লেষণে সিটিজেন ইনিশিয়েটিভের সফলতা ও অভিজ্ঞতা ব্যবহার করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন ও যোগাযোগে অভিজ্ঞ বিশ্লেষক নিয়োগ করা যেতে পারে, যারা বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে জনগণের
উপর এর প্রভাব বিশ্লেষণ সহ বিভিন্ন সংস্থাকে ফলপ্রসূ বার্তা তৈরীতে সাহায্য করতে পারেন।

একটিমাত্র ঘটনা এবং দীর্ঘ মেয়াদী কৌশল

একটি মাত্র 'বড় মাপের' ঘটনা দুর্নীতির মত জটিল সামাজিক সমস্যা নিরসনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক দীর্ঘ মেয়াদী কৌশল রচনায় ভূমিকা রাখতে পারে। বড় ধরনের ঘটনা এবং দীর্ঘ মেয়াদী ক্যাম্পেইনের মধ্যে আপাত কোন বিরোধ নেই। তবু বিশাল কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে কোন কোন কৌশল বৈপরীত্যও সৃষ্টি করতে পারে, যা টেকসই ক্যাম্পেইনের পক্ষে কার্যকর নয়।

আপনি যদি একটি মাত্র রাজনৈতিক লক্ষ্যও অর্জন করেন তবু তা আপনার জন্য অর্থবহ নাও হতে পারে। একটি ছোট্ট এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনই কি আপনাকে এগিয়ে যাবার শক্তি যোগায় অথবা লোকে কি তা অর্জিত হয়েছে মনে করে ঘরে ফিরে যায় ? যদি দ্রুত আপনি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন না করেন, তবে কি আপনি গণ আগ্রহ ধরে রাখতে পারেন ? জনসাধারণের মধ্যে দীর্ঘ মেয়াদী ও জটিল কৌশল সম্পর্কে উপলব্ধী সৃষ্টির ভেতরেই আপনার উত্তর রয়েছে। 'দুই সাংসদের ইমিউনিটি (আইন থেকে অব্যাহতি) রহিত করাই হল আমাদের উদ্দেশ্য' - কৌশলগতভাবে এটা যেমন বলা যায় আবার তা অন্যভাবে বলা যায়,'আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হল দুই সাংসদের ইমিউনিটি (আইন থেকে অব্যাহতি) রহিত করা'।

গোড়াতেই যদি গণ সমর্থন না মেলে তাহলে দীর্ঘ মেয়াদী কৌশলের পক্ষে গণমানুষের বা গণ মাধ্যমের আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়াশ তেমন ভাল ফল দেয় না। গণমানুষ ও গণমাধ্যমের কাছে সুবিধাজনক বলে প্রতীয়মান স্বল্প মেয়াদী কৌশল ক্রমশ জন সমর্থন বাড়াতে পারে। আপনার কৌশলমালাকে যত বিস্তারিত করবেন লোকে তত বেশি লক্ষ্য সম্বন্ধে আপনাকে প্রশ্ন করবে অথবা এ কৌশল সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করবে। গণ ক্যাম্পেইনে বিভিন্ন দুর্বল সহযোগি মোর্চা অংশ নিতে পারে, যে মোর্চায় নানা ধরণের লোকের নানা ধরণের কর্মসূচী থাকে। অবশ্য এ ধরণের মোর্চা বিশাল লোক সমাগম সহ কোন বিশেষ ইস্যুতে গণ আগ্রহ সৃষ্টিতে সক্ষম। তবে খুবই সাধারণ মানের লক্ষ্য বা বার্তা ছাড়া অন্য কোন ইস্যুতে তাদের সমাবেশ ঘটানো বেশ কষ্টসাধ্য। একইভাবে এ রকম জোট বেশিদিন স্থায়ী হয় না, কারণ প্রত্যেক জোট অংশীদারকে তার নিজস্ব সংস্থার উদ্দেশ্য ও কৌশলের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হয়।

স্বল্প মেয়াদী লক্ষ্য অর্জনই সহজসাধ্য কারণ জোটের একতা এখানে ধরে রাখা সম্ভব হয়।
১ মিনিটের আঁধার ক্যাম্পেইন স্বল্প মেয়াদী কৌশলের অন্তর্গত। এ ক্যাম্পেইনে অন্তর্ভূক্ত জনগোষ্ঠী এবং সংস্থা যৌথ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কিছু একটা অর্জনের আশা করতে পারে। এ কারণে ৯৭-এর ফেব্রুয়ারীর ক্যাম্পেইনে যে গতির সঞ্চার হয় তা ধরে রাখতে পরবর্তী পরিকল্পনা ('ধাপ ২') হাতে নেয়া হয়নি।

দীর্ঘ মেয়াদী বা স্বল্প মেয়াদী যে ক্যাম্পেইনই হোক না কেন তা যদি জরুরী সামাজিক সমস্যাকে চিহ্নিত করে এবং গণমাধ্যমের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর কাছে সমাধানের বার্তা পৌঁছে দিতে পারে এমন কৌশল অবলম্বনে সক্ষম হয় তবে জনগণ এ ধরণের গণ কর্মকান্ডে অংশগ্রহণকে ক্ষমতায়নের পথে সার্থক বলেই মনে করবে।

উপসংহার

দুর্নীতির মত এত বড় সমস্যাকে কখনই চিরকালের জন্যে উপেক্ষা করা যায় না। এক সময় আলো জ্বলে উঠবেই। জনগণ তাদের আশঙ্কা আর অনীহাকে জয় করে কিছু একটা করতে চাইবেই। অল্প সংখ্যক সক্রিয় কর্মীদের কাছে বড় কোন সমস্যা সমাধানে রাজনৈতিক আন্দোলন সব সময় বড় হয়ে দেখা দেয় না। এ ক্যাম্পেইন প্রমাণ করেছে যে জনসাধারণ সব সময় নিরব থাকে না। সক্রিয় কর্মী ও যোগাযোগে দক্ষ ব্যক্তিবৃন্দ কেবল কর্মপন্থা, কর্মকৌশল এবং বার্তা তুলে ধরে, যা জনগণকে তাদের আশঙ্কা আর অসহায়ত্ব দুর করতে বিরাটাভাবে উৎসাহিত করে। সব আন্দোলনের জন্যে বিশাল গণ উদ্যোগের প্রয়োজন পড়ে না। তবে কোন কোন সময় এ রকম উদ্যোগ ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তনের পথে নতুন দ্বার খুলে দেয়।

কর্মীবৃন্দ বছরের পর বছর যদি জনগুরুত্বহীন ইস্যুতে আন্দোলন চালিয়ে যায় তবে দ্রুত তা জনবিশ্বস্ততা হারিয়ে ফেলে, ফলে ব্যাপক জনসমাবেশও ঘটে না। ফলে তারা কখনও কখনও তাদের কৌশল ও কর্মপন্থা সীমিত জনগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়। সুসুরলুক বিক্ষোভ প্রমাণ করেছে যদি আমরা বড় বড় সম্ভাবনার দিগন্তকে প্রসারিত করতে পারি তবে কিনা ঘটতে পারে।

গণমাধ্যমের প্রধান খাতগুলো প্রায়ই থাকে দুর্নীতিগ্রস্থ, প্রায়ই তা ধনীদের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে এবং প্রায়ই তা সামাজিক বিবেক জাগাতে তার দায়িত্বকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু খোদ গণমাধ্যম এবং যোগাযোগ মাধ্যমের ভিতরেই রয়েছে এমন মোর্চা যারা নাগরিক আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। আবার কখনও কখনও এমন রাজনৈতিক আবহ সৃষ্টি হয় যখন গণমাধ্যমে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক আন্দোলন থেকে লাভবান হয়ে থাকে। গণমাধ্যম কি ধরণের সাহায্য করতে পারে এবং কিভাবে তার সুবিধা নেয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে আন্দোলনে সম্পৃক্ত কর্মীদের সম্যক ধারণা থাকা দরকার। সুসুরলুক বিক্ষোভের আয়োজকবৃন্দ এ ব্যাপারটি ভালই অনুধাবন করেন এবং সার্থকভাবে যাবতীয় সুযোগ গ্রহণ করেন। সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ বার্তা তৈরীতে পেশাদার যোগাযোগ কৌশল গ্রহণ করে। তারা আকর্ষণীয় শ্লোগান এবং রসাত্মক ছবি তৈরী করে। তারা জনগণকে প্রতিবাদের নিরাপদ পথ এবং অর্জনযোগ্য লক্ষ্য বাতলে দেয়। তাদের সফলতা ছিল উৎসাহব্যঞ্জক আর এটা কোন দৈবাৎ বিষয় ছিল না। আমরা সবাই এ থেকে শিক্ষা নিতে পারি।

থমাস এডিসনকে লেখা উন্মুক্ত মূল্যায়ন পত্র

সুপ্রিয় থমাস,
তুমি যখন ১ম বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার করেছিলে, তুমি কখনও ভাবনি যে তোমার এই ছোট্ট উদ্ভাবন একদিন একটি দেশের গণতন্ত্র বিকাশে অবদান রাখবে। আলো জ্বালানোর এক কৌশল ছাড়াও তা এদেশের জনগণের জন্য আশার আলো হয়ে দেখা দেবে .....